দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন শিক্ষা নীতির প্রশংসা করেছে

সংসদে শিক্ষামন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করেছে। শিগগিরই এটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এবং দেশের শিক্ষাবিদদের পরামর্শ নিয়ে এমন একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ণ করেছি তা দলমত সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও খ্যাতিমান আলেম ও ওলামা এই শিক্ষা নীতির প্রশংসা করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীন এই শিক্ষা নীতির প্রশংসা করেছে। আমরা দলীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিনি। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি বলেই সমাজের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ এ শিক্ষা নীতিকে সমর্থন

৭ঃ৫ক৪

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন শিক্ষা নীতির প্রশংসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৬টি শিক্ষানীতি হয়েছে। কিন্তু কোন শিক্ষা নীতিই সর্বমহলে গ্রহীত হয়নি। গতকাল জাতীয় সংসদে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এমপিওভুক্তির বিষয়ে তিনি বলেন, ১ হাজার ৬শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে। যদিও এমপিওভুক্তির যোগ্য সাড়ে ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু বিগত ৭ বছর এমপিওভুক্তি বন্ধ থাকার কারণে আমাদের সরকার একসঙ্গে সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে পারছে না। এজন্য তিনি সংসদ সদস্যদের ধৈর্যধারণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ধীরে ধীরে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে।

শিক্ষা নীতির বিষয়ে তিনি আরও বলেন, ১৪ বছর আগে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে আওয়ামী লীগের শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারই দিক-নির্দেশনায় আমি সে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছি। তিনি পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত প্রণীত শিক্ষা নীতির ইতিহাস ও বাস্তবতা উল্লেখ করে বলেন, এবারই শিক্ষানীতি ঘোষণার পর বিরোধিতা করে কোন মিছিল-মিটিং হয়নি। বিএনপি সরকারের ২ জন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ও ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার এ শিক্ষা নীতির প্রশংসা করেছেন। বিএনপিপন্থী ২ জন শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ এবং মনিরুজ্জামান মিয়াও শিক্ষা নীতির প্রশংসা করেছেন।

নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটের সঙ্গে চলতি বাজেটের সমন্বয় রয়েছে। এটি একটি গণমুখী, কল্যাণমুখী এবং উন্নয়নশীল বাজেট। বাজেটে শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং জ্ঞানের বিকাশকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। আমরা নতুন প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধে গড়ে তুলতে চাই। এজন্য শিক্ষায় মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তনের জন্য আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি।

তিনি বলেন, আমরা দেশের শিক্ষার বিস্তার করে আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে চাই। এজন্য আমরা এবার ১৯ কোটি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বই পৌঁছে দেয়ার পর শিক্ষার প্রতি দেশের মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। এবার সাড়ে ১৬ ভাগ শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য এবার আমরা ২৩ কোটি বই ছাপাবো। আগামীতে আরো বই ছাপাতে চাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের মধ্যে সব শিশুকে স্কুলে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা সেই ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে চাই। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর হার শতকরা ৪৮ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে শতকরা ৪২ ভাগ। তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যতে শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো প্রণয়নের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। শিক্ষাখাতে সরকারের ১০০টি উদ্যোগের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে আমাদের সময় নষ্ট করা যাবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে যত ধরনের দুর্নীতি-অনিয়ম আছে তা দূর করতে হবে। এজন্য তিনি শিক্ষাখাতে সুশাসন (গুড গভর্নেন্স) প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। শিক্ষকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহবান জানিয়ে বলেন, শিক্ষকরাই নতুন প্রজন্মকে আগামিদিনের চেয়ে মতো শক্তিশালী করে গড়তে পারেন। তিনি বলেন, ১৬শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যা ৬টার পরই আমাদের মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এই ১৬শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা পাওয়া যাবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ বছর এমপিওভুক্তির জন্য মাত্র ১শ' ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তবু প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে মোট ১১শ' ২২টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে তালিকা চূড়ান্ত করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য নাছিম ওসমান বলেন, জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পাঠক বলা যায়। যদি তারা ইতিবাচক রাজনীতিতে ফিরে আসে। নারায়ণগঞ্জে বোমা হামলার জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসের ওপর বোমা হামলাও একই সূত্রে গাথা। তিনি বলেন, আগামীতে নতুন এবং সম্ভাবনাময় নেতৃত্বের প্রতি আবারও এ ধরনের হামলা হতে পারে। প্রস্তাবিত বাজেটকে গণমুখী আখ্যায়িত করেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আশরাফ আলী খান খসরু। এরপর তিনি পাটশিল্পের উন্নয়নে নতুন নতুন গবেষণায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, নেত্রকোনার পাট ছিল পৃথিবীর বিখ্যাত। এখন এই পাট ধ্বংস হয়ে গেছে। নতুন গবেষণায় ধারাবাহিকতায় নেত্রকোনার পাটশিল্প পুনরুদ্ধারে সরকার উদ্যোগ নেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সরকারদলীয় সদস্য আবু জাহির বাজেটকে গরীববান্ধব হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই বাজেটে বাংলাদেশের উন্নয়নের নতুন দিক-নির্দেশনা রয়েছে। বাজেটে শিক্ষাখাতকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিগত সরকার শিক্ষাকে ধ্বংস করে গেছে। বিদ্যুৎ খাতে খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান শুধু খাম্বা বানিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার অপচয় করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। প্রস্তাবিত বাজেটে অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়ার প্রশংসা করেছেন সরকারদলীয় সংসদ সদস্য বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। সরকারদলীয় সংসদ সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমেদ মজুমদার বলেন, জাতি উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেছে বলে বাজেট উচ্চাভিলাষী হবেই। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত উচ্চাভিলাষী বাজেট দিয়েছেন। এই বাজেট বাস্তবায়ন করে বিরোধী দলকে দেখিয়ে দেয়া হবে। এটা স্বপ্নের সোনার হরিণ না, বাস্তবসম্মত বাজেট। শহিদুজ্জামান সরকার বলেন, বাজেটকে গোটা জাতি স্বাগত জানিয়েছে। শুধুমাত্র বিরোধী দল বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী সমালোচনা করেছে। কারণ তারা সরকারের ভালো চায় না। বাজেটকে সমালোচনা করে বিরোধী দল নিন্দুকের কাজ করেছে।

এছাড়া বাজেট আলোচনায় অংশ নেন গোলাম কিবরিয়া টিপু, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ সেমিনার

এদিকে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এবছর শিক্ষাখাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বরাদ্দ দেয়া অর্থের পরিমাণ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। নতুন প্রণীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আরও বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে। এজন্য সরকারের কাছে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কর্মশালায় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ একথা বলেন। গতকাল (বুধবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে (আইইআর) 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন কৌশল' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। [illegible] শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর সালমা আখতারের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-ভিসি প্রফেসর হারুন অর-রশিদ, শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব প্রফেসর মোমিন সামি প্রমুখ।